দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
The Daily Janakantha

১২ অক্টোবর ২০১৯

শ্রীনগরে স্কুল ভবন নির্মাণে অনিয়ম ॥ শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ শ্রীনগরে আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ভবন নির্মাণের সময়সীমা গত মে মাসে সমাপ্তির কথা থাকলেও কাজে নেই কোন অগ্রগতি। অন্যদিকে প্রায় দেড় বছর যাবত ভবন সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে একটি ছাপড়া টিনের একচালার নিচে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদানে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের। এমনই অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। এতে করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেকাংশে কমতে শুরু করেছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণখোলা গ্রামে অবস্থিত আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জরজীর্ণ ভবনটি ভেঙ্গে ফেলা হয় নতুন ভবন নির্মাণ কাজের জন্য। বিকল্পভাবে বিদ্যালয়ে পাঠদানে ছোট্ট একটি একচালা টিনের ছাপড়া বানিয়ে গাদাগাদিভাবে বসিয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ফুটাফাটা সাপটা টিনের বেড়া ও ভাঙ্গা চালা দিয়ে পানি পড়ে বেহাল হয়ে পড়ে। ওই ঘরে নেই কোন বিদ্যুত ব্যবস্থা। পাশের একটি মসজিদের বারান্দায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বসে তাদের বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে দুই ভাগে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে হচ্ছে। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বিদ্যালয়ের এমন বেহাল দৃশ্য দেখে মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদারকির অভাবেই এমনটা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২২ জন। শিক্ষক সংখ্যা সর্বমোট ৩ জন। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন খান ব্যবসাজনিত কারণে ঢাকায় বসবাস করেন। স্থানীয়রা বলেন, ঠিকাদার আলী আকবর সিকদার যুবলীগ নেতা হওয়ায় প্রভাব খাটিয়ে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করছেন। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে ভবনের সামান্য কয়েকটি পিলার কাজের পর এভাবে ফেলে রাখলেও এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তাকে বলার কেউ নেই।

আনোয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহানারা আক্তার বলেন, আমি এখানে গত ২০১৮ সালের জুলাইতে এসেছি। আসার পর থেকেই এভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে। প্রচ- গরম ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদিভাবে বসাতে হচ্ছে। শিক্ষকদের কোন বসার স্থান ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। নতুন ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি না থাকায় একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে গিয়েছি। কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমাও চলে গেছে। এ কারণে আমরা শিক্ষার্থীদের পাঠদানে দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান এ বিষয়ে জানান, কাজে অগ্রগতি না থাকায় উর্ধতন কর্মকর্তারা সরেজমিন পরিদর্শন করে গেছেন।

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লিঃ ও জনকণ্ঠ লিঃ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬।

কার্যালয়: জনকন্ঠ ভবন,
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা।

ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন),
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫
ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com

আঞ্চলিক কার্যালয় (চট্টগ্রাম): মান্নান ভবন (দোতলা),
১৫৬ নুর আহমদ সড়ক (জুবিলী রোড), চট্টগ্রাম,

ই-জনকন্ঠ: www.edailyjanakantha.com

Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com